গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
www.atpara.netrokona.gov.bd

স্মারক নং: ০৫.৪৫.৭২০৪.০০.৩৩.০৩৩.২৫-০৬

তারিখ: ২১ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি:

জলমহাল ইজারা প্রদানের নিমিত্ত ইজারা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা প্রকৃত মৎস্যজীবি/যুব মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/সংগঠন/সমিতিসমূহের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আটপাড়া উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ইজারাযোগ্য ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত আয়তনের নিম্নবর্ণিত বদ্ধ জলমহালসমূহ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৯ মোতাবেক আবেদনের মাধ্যমে বাংলা ১৪৩২-১৪৩৪ সন পর্যন্ত (০১ বৈশাখ ১৪৩২ হতে ৩০ চৈত্র ১৪৩৪ পর্যন্ত) এবং ইংরেজি ২০২৫-২০২৮ সাল পর্যন্ত (১৪/০৪/২০২৫ ইং তারিখ হতে ১৩/০৪/২০২৮) ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে আগ্রহী প্রকৃত মৎস্যজীবী/সমিতির নিকট হতে (যেখানে যা প্রযোজ্য) শর্তসাপেক্ষে আবেদনপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

২. অনলাইনে lams.gov.bd এবং jm.lams.gov.bd ওয়েবসাইটে ০১ মাঘ থেকে ১৪ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দের মধ্যে (১৫.০১.২০২৫ ইং হতে ২৮.০১.২০২৫ ইং পর্যন্ত) আবেদন করা যাবে। নিম্নবর্ণিত তারিখ ও সময়ে অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি এবং জামানতের মূলকপি ১৫ মাঘ হইতে ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে (২৯.০১.২০২৫ ইং হতে ০২.০২.২০২৫ ইং পর্যন্ত) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, আটপাড়া, নেত্রকোণা সীলগালাযুক্ত মুখবন্ধ খামে দাখিল করতে হবে। এ বিষয়ে নতুন কোন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে না।

নিম্নলিখিত তারিখ ও সময়ে আবেদন পত্র দাখিল করা যাবে:

ক্রমিক নং	অনলাইনে আবেদনের তারিখ	আবেদন জমা দেয়ার তারিখ	দরপত্র বাক্স খোলা ও যাচাই বাছাইয়ের তারিখ
১	২	৩	৪
০১	১৫.০১.২০২৫ ইং হতে ২৮.০১.২০২৫ ইং পর্যন্ত	২৯.০১.২০২৫ ইং হতে ০২.০২.২০২৫ ইং পর্যন্ত	০৩.০২.২০২৫ ইং হতে ০৯.০২.২০২৫ ইং পর্যন্ত

২০(বিশ) একর পর্যন্ত ইজারাযোগ্য বদ্ধ জলমহালের তালিকা

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	ইজারাযোগ্য জলমহালের নাম	আয়তন (২০ একর পর্যন্ত)	গড় আয়ের উপর ৫% বৃদ্ধিতে কাঙ্খিত সরকারি মূল্য	ইজারার মেয়াদ (বঙ্গাব্দ)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	আটপাড়া	কাবুলিয়া বিল	২.৬২ একর	৪৭৬০/-	১৪৩২ হতে ১৪৩৪	কোন জলমহালের বিষয়ে কোন মামলায় আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকলে কিংবা মন্ত্রণালয়ের ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত থাকলে উক্ত জলমহালটি ইজারার ক্যালেন্ডারের তালিকা হতে বাদ দেয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে।
২.	-ঐ-	ঢালার খাল	২.২৫ একর	১০৪৬৮/-	১৪৩২ হতে ১৪৩৪	
৩.	-ঐ-	নাসির খালী খাল	৮.৪৮ একর	৩০০৯৯/-	১৪৩২ হতে ১৪৩৪	
৪.	-ঐ-	হাতকাটা ও কালিয়াখালী বিল	৪.৮০ একর	৯৪৭১/-	১৪৩২ হতে ১৪৩৪	
৫.	-ঐ-	রুপচন্দ্রপুর খাস পুকুর	০.৬২ একর	১৫৩৩/-	১৪৩২ হতে ১৪৩৪	
৬.	-ঐ-	কুতুবপুর পুকুর	০.৫৯ একর	১৩০১৯/-	১৪৩২ হতে ১৪৩৪	
৭.	-ঐ-	আঙ্গুরা বিল	৯.০৩ একর	১৩৪৭০/-	১৪৩২ হতে ১৪৩৪	
৮.	-ঐ-	দিঘলা বিল	১.৫৫ একর	৪০২২/-	১৪৩২ হতে ১৪৩৪	
৯.	-ঐ-	দৌলতপুর রামচন্দ্রপুর খাল	৭.৯৪ একর	৭০৩৭/-	১৪৩২ হতে ১৪৩৪	
১০.	-ঐ-	লুনেশ্বর খাস পুকুর	০.৬৭ একর	১০০৫২/-	১৪৩২ হতে ১৪৩৪	

নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/ তীরবর্তী/সর্বোচ্চ ডাককারী সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী/সমবায় সমিতিসমূহ জলমহালের জন্য অগ্রাধীকার ভিত্তিতে আবেদন করতে পারবে। কোন ব্যক্তি বা কোন অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না। জলমহাল ইজারা গ্রহণের শর্তাবলী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং সংশিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিস, আটপাড়া, নেত্রকোণা হতে অফিস চলাকালীন সময়ে জানা যাবে।

০৫/০১/২৫

(রুয়েল সাংমা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
ফোন: ০৯৫২২-৭৪০০১

স্মারক নং: ০৫.৪৫.৭২০৪.০০.৩৩.০৩৩.২৫-০৬

তারিখ: ২১ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি:

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ-

১. জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।
২. উপজেলা.....কর্মকর্তা (সকল), আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৩. ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ..... ইউনিয়ন ভূমি অফিস,আটপাড়া,নেত্রকোণা। তাকে উক্ত
৪. বিজ্ঞপ্তিটি হাটের দিনে ঢোল সহরত ও মাইকের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৫. সম্পাদক .....। ইজারা বিজ্ঞপ্তিটি যথাসম্ভব ছোট্ট পরিসরে ০১(এক)দিন তাঁর
৬. পত্রিকার ভিতরের পাতায় প্রকাশ পূর্বক পত্রিকার ০২(দুই)কপি এ কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৭. জনাব .....সদস্য, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৮. জনাব.....সভাপতি/সম্পাদক,.....মৎস্যজীবি
সমবায় সমিতি লি:, আটপাড়া, নেত্রকোণা
৯. নোটিশ বোর্ড/সংশ্লিষ্ট নথি।

০৫/০১/২৫

(রুয়েল সাংমা)
সহকারী কমিশনার (ভূমি) (অ: দা:)
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ সরকারী জলমহাল ইজারার শর্তাবলী

০১। প্রকৃত যুব মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন/মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতির (যা স্থানীয় সমবায় অধিদপ্তর বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত) সভাপতি/সম্পাদককর্তৃক স্বাক্ষরিত নির্ধারিত আবেদনপত্রে সত্যায়িত ছবিসহ সীলমোহরকৃত খামে প্রতিটি জলমহালের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে আবেদন করতে হবে। সভাপতি/সম্পাদক ব্যতিত অন্য কোন সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

০২। আবেদনপত্র সীলমোহরযুক্ত খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, আটপাড়া, নেত্রকোণা বরাবর দাখিল করতে হবে এবং খামের উপর মহালের নাম এবং নোটিশে উল্লিখিত জলমহালের নামের ক্রমিক নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে। আবেনপত্রের সাথে সংযুক্ত প্রতিটি পাতায় আবেদনকারীকে স্বাক্ষর এবং আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজ পত্রের তালিকা দাখিল করতে হবে।

০৩। আগ্রহী সংগঠন/সমিতিগুলো উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব এর সীল সম্বলিত স্বাক্ষরসহ নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হবে।

০৪। জলমহালের আবেদন ফরমের বিক্রয় মূল ৫০০/- (পাচশত) টাকা (অফেরৎযোগ্য)। আবেদন ফরম পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট অথবা নদগ অর্থে সংগ্রহ করা যাবে। আবেদনপত্র দাখিলের তারিখে কোন আবেদনপত্র বিক্রয় করা হবে না।

০৫। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, রেজিস্ট্রেশনের মূল/সত্যায়িত কপি, ব্যাংক একাউন্টের প্রত্যয়নপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ৩(তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টজলমহাল এর মৎস্য চাষ/ উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিল যোগ্য হবে। লেনদেন সংক্রান্ত টিআইএন নম্বর সম্বলিত প্রত্যয়নপত্র দাখিলের তারিখে কোন আখেদনপত্র বিক্রয় করা হবে না।

০৬। প্রকৃত যুব মৎস্যজীবি/মৎস্যজীবী/প্রকৃত সংগঠন/সমিতির সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানা সহ) এবং নির্বাচিত নির্বাহী/কার্যকরী কমিটির তালিকা (ঠিকানাসহ সত্যায়িত) আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবে।

০৭। আগ্রহী সংগঠন/সমিতি গুলোকে পূর্বে কোন জলমহাল ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপী নন কিংবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা নাই মর্মে সংশ্লিষ্টকর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে এবং এই প্রত্যয়নপত্র জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ প্রকাশ হওয়ার পরবর্তী সময়ে ইস্যুকৃত হতে হবে। কোন সংগঠন/সমিতি জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকলে বা সার্টিফিকেট কিংবা অন্য কোন আদালতে মামলা থাকলে জলমহাল বন্দোবস্তপ্রদান করা হবে না।

০৮। আবেদনপত্রে প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির সর্বশেষ নির্বাচিত কমিটির সভাপতি, সম্পাদকের এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যের নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা সম্বলিত জেলা/উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্র মূল/সত্যায়িত কপি, সত্যায়িত ছবি এবং সভার কার্যবিবরণী আবেদনপত্রের সহিত দাখিল করতে হবে।

০৯। পুরাতন সংগঠন/সমিতির ক্ষেত্রে বর্তমানে তা কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরূপ জেলা বা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র এবং বিগত দুই বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

১০। জলমহালে মাছ চাষ/উৎপাওন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।

১১। সংশ্লিষ্ট জলমহালের ধার্যকৃত সরকারী ইজারা মূল্যের ২০% অর্থ জামানত হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আটপাড়া, নেত্রকোণা বরাবরে (তফসিলভূক্ত যে কোন ব্যাংক থেকে ড্রাফট আকারে) আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। উক্ত জামানতের অর্থ লীজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বৎসরের লীজ মানির সাথে সমন্বয় করা হবে। লীজপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের পর ফেরৎ প্রদান করা হবে।

১২। প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি কোন অবস্থাতেই ০২ (দুই) টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবেন না। ০২টির বেশী জলমহাল ইজারা প্রাপ্ত হলে সর্বশেষ ইজারা প্রাপ্ত জলমহালসমূহ বাতিল করা হবে।

১৩। স্থানীয় প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনগুলো মধ্যে যে সংগঠন/সমিতি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী সে সকল প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনকে সংশ্লিষ্টজলমহাল ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে। সংশ্লিষ্টজলমহালের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন পাওয়া না যায় সে ক্ষেত্রে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী উপজেলা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে জলমহাল বন্দোবস্তপ্রদানের বিষয় বিবেচনা করা হবে। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তেরঅযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

১৪। জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৯ এর যাবতীয় শর্ত বিবেচনা করে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সংশ্লিস্টজলমহালের জন্য যদি একটিমাত্র উপযুক্ত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পাওয়া যায় তাহলে সে সংগঠন/সমিতির নামে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্তপ্রদান করা হবে। তবে একাধিক সংগঠন/সমিতি যদি একই পদ্ধতিতে উপযুক্ত বিবেচিত হয় তাহলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি প্রকৃত নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে সংশ্লিষ্টজলমহাল ইজারা বন্দোবস্তপ্রদান করা হবে। এ বিষয়ে কারও কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৫। জলমহালসমূহ যেখানে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থাতেই আবেনপত্রের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা হবে। ইজারা গ্রহণ করে কোন অজুহাত অথবা আপত্তি উত্থাপন করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। দরপত্র দাখিলের পূর্বেই জলমহাল সম্পর্কে সরেজমিনে নিজ দায়িত্বে দেখে প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে জেনে আবেদন পত্র করতে হবে।

১৬। আবেদনকারীকে আবেদনপত্র গৃহীত হওয়ার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ১ম বছরের সাকুল্য ইজারার অর্থ ইজারা মূল্যের ১৫% ভ্যাট ও ১০% উৎস কর পরিশোধ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই আংশিক টাকা প্রদান করা যাবে না। অন্যথায় জামানত/জমাকৃত টাকা সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্তসহ ইজারা বাতিল করা হবে এবং জলমহালটি পুনরায় ইজারা প্রদান করা হবে।

১৭। ইজারাকৃত জলমহালের ইজারার টাকা ২য় ও ৩য় বছরের ইজারার টাকা, ১৫% ভ্যাট এবং ১০% উৎস কর যথাক্রমে ১ম বছরের ১৫ই চৈত্রের মধ্যে এবং ২য় বছরের ১৫ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা বাতিল পূর্বক জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১৮। ইজারার মেয়াদকালে সরকার কর্তৃক ভ্যাট ও উৎসে কর বৃদ্ধি কিংবা নতুনভাবে অন্য কোন কর আরোপ করা হলে তা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকতে হবে।

১৯। ইজারাকৃত জলমহালের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে নিজ দায়িত্বে ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে এবং বিধি মোতাবেক জলমহাল বুঝে নিতে হবে। অন্যথায় পরবর্তীতে মহালের দখল বিলম্বে পাওয়ার বিষয়ে কোন প্রকার ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

২০। ইজারা কোন অবস্থাতেই ইজারাকৃত জলমহালের সম্পূর্ণ বা আংশিক সাব-লীজ প্রদান করতে পারবেন না। এরূপ কিছু প্রকাশ পেলে এবং প্রমাণিত হলে তাঁর ইজারা বাতিল করা হবে। এ ব্যাপারে কোন প্রকার ওজর আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। এরূপ ইজারা গ্রহীতা সমিতি পরবর্তী বছর কোন জলমহালের ইজারায় অংশ গ্রহণ করতে কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল ইজারা নিতে পারবে না।

২১। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তেরবিরুদ্ধে কোন সমবায় সমিতি সংক্ষুদ্ধ হলে ও জামানতের অর্থ ফেরত না নিয়ে থাকলে উক্ত সিদ্ধান্তের ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিস্ট জেলা প্রশাসকের নিকট আপীল দায়ের করতে পারবেন।

২২। যে সকল জলমহাল ইজারা বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট/বিজ্ঞ দেওয়ানী আদালতে আপীল বোর্ড/ভূমি মন্ত্রণালয়/বিজ্ঞ রাজস্ব আদালতের মামলায় স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থা/নিষেধাজ্ঞার আদেশ বিদ্যমান সে সকল জলমহালের ইজারা কার্যক্রম স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থা/নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহারের পর পরিচালিত হবে। এতওব্যতিত আবেদন বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর জলমহালের সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষের উপর কোন আদালতের/মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা হলে তা প্রত্যাহারের পর কার্যক্রম শুরুহবে।

২৩। জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা ও সময় সময় জারীকৃত সরকারী বিধি বিধান ইজারাদারকে মেনে চলতে হবে।

২৪। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধিত হবে এবং ইজারা গ্রহণের জন্য আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই নিবন্ধন পত্রের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে।

২৫। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কোন কারণ ব্যতিরেকেই যে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ কিংবা সকল আবেদন বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বর্তমান নীতিমালা এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা মোতাবেক আবেদন অনুমোদন এবং বাতিলের বিষয়ে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

২৬। আবেদন ফরমে কোন ঘষামাজা, কাটাকাটি বা অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এ ব্যাপারে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

২৭। জলমহাল বছরের যে কোন সময় ইজারা প্রদান করা হউক না কেন ইহার ইজারার মেয়াদকাল সেই বছরের ১লা বৈশাখ থেকে গণ্য হবে। এ কারণে ইজারা গ্রহীতা ভবিষ্যতে কোনরূপ সুবিধা দাবী করতে পারবে না।

২৮। ইজারাদার ইজারার মেয়াদকালীন সময়ে জলমহালের আয়তন হ্রাস বা বৃদ্ধি কিংবা জলমহালের কোন ক্ষতি সাধন বা জমির শ্রেণী পরিবর্তন করতে পারবেন না।

২৯। বিশেষ ক্ষেত্রে ইজারা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে ইজারার সমুদয় রাজস্ব, ১৫% ভ্যাট এবং ১০% উৎসে কর পরিশোধে ব্যর্থ হলে এবং তার নামীয় ইজারা বাতিল না হয়ে থাকলে আইনানুযায়ী উক্ত সমুদয় অর্থ বিলম্ব সুদসহ আদায় করা হবে।

৩০। ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। জলমহালে উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আটপাড়া, নেত্রকোণা তথা সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা যাবে না।

৩১। যে সকল জলমহাল সমূহ থেকে (নদী, হাওর, খাল ইত্যাদি) জমিতে সেচ প্রদানে সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না। যে সকল বদ্ধ জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারা দেয়া হবে, সেখান থেকে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলাশয় সরকারি জলমহালের ক্ষেত্রে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৩২। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত জলমহালের আয়তনই প্রকৃত আয়তন হিসেবে গণ্য হবে। বর্ষা কিংবা শীত মৌসুমে জলমহালের আয়তন আপাত দৃষ্টিতে হ্রাস বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হলেও আবেদন বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিতআয়তনই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এ নিয়ে কোন অভিযোগ আমলে নেয়া হবে না।

৩৩। সরকারী জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত গ্রহীতা নিবন্ধিত কোন মৎস্যজীবী সমিতি/এনজিওর সাথে কোন জঙ্গিবাদের সাথে সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কর্তৃপক্ষই তার দায়দায়িত্ব বহন করবেন এবং এরূপ ক্ষেত্রে কোন সরকারী জলমহাল উক্ত সমিতিকে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়ে থাকলে তা বাতিল করে নতুন ভাবে ইজারা/বন্দোবস্তপ্রদানের ব্যবস্থা করা যাবে।

৩৪। ইজারাদার সায়রাত মহালে ডিমওয়ালা মা মাছ এবং দেশীয় বিপন্ন প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ করবেন। কোন অবস্থাতেই রাক্ষুসে মাছ চাষ কিংবা নিষিদ্ধ ঘোষিত কারেন্ট জাল ব্যবহার করতে পারবেন না।

৩৫। ইজারাদার ইজারাকৃত জলমহালে কোন প্রকার বিষ প্রয়োগ করে কিংবা সেচ পাম্প দ্বারা পানি সেচে মৎস্য আহরণ করতে পারবে না।

৩৬। বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয় সংলগ্ন প্লাবনভূমির সাথে এক হয়ে একক জলাশয় রূপ নেয়, তখন ইজারাদার মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে।

৩৭। ইজারাদার জলমহাল এলাকায় বিচরণকারী অতিথি পাখি নিধন করতে কিংবা এরূপ কার্যক্রমে সহযোগিতা করতে পারবে না।

৩৮। মৎস্য সম্প্রসারণ বৃদ্ধির স্বার্থে মৎস্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে জলমহালে মৎস্য চাষের জন্য উন্নয়ন কাজ করা যাবে। তবে জলমহালের পাগার খনন করতে গিয়ে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির সাথে সংযুক্ত করে কিংবা ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে

পাগার খনন করে কিছু অংশ জলমহালে খনন করা জলমহালে খনন করা সহ জলমহালের শ্রেণী পরিবর্তন কিংবা জলমহালের ক্ষতি সাধিত হয় এমন কোন কাজ করা যাবে না।

৩৯। ইজারাদার ইজারাকৃত জলমহালে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মৎস্য সংক্রান্ত পরিচর্যামূলক ক্ষেত্র ভিত্তিক গবেষণা তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্য বিজ্ঞানিদের অবাধ বিচরণ, তথ্য সংগ্রহ ও নিজ খরচে নমুনা মৎস্য আহরণ পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনায় বাঁধা দিতে পারবে না।

৪০। তথ্য গোপন অথবা ভূল তথ্য পরিবেশন কিংবা অন্য কোন অনিয়মের মাধ্যমে কেহ কোন জলমহাল ইজারা গ্রহণ করলে তার নামীয় ইজারা বাতিল করা হবে এবং জামানতের অর্থ সহ জমাকৃত ইজারা মূল্যে সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৪১। সরকারী জলমহালের পাড়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বন্দোবস্তগ্রহীতা সমিতি চুক্তি বদ্ধ থাকবেন এবং জলমহালের তীরে বা তীরবর্তী সরকারী ভূমিতে পরিবেশ বান্ধব করাচবাগের সৃষ্টি করতে হবে যা মাছের নিরাপদ আশ্রয় ভূমি হিসেবে গণ্য হবে।

৪২। ইজারাকৃত জলমহালে চুক্তিপত্র সম্প্রসারণের সময় জলমহালে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জলমহালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার একটি পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে যাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির একটি সুন্দর পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।

৪৩। ইজারাকৃত জলমহালে কমপক্ষে ০১টি কাঠা অভয়াশ্রম হিসেবে সারা বৎসর সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত সংরক্ষিত অভয়াশ্রমে ইজারার ১ম ও ২য় বৎসরে মৎস্য আহরণ করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে ইজরার শেষ বৎসরে ইজারাদার উক্ত সংরক্ষিত অভয়াশ্রম থেকে মৎস্য আহরণ করতে পারবে।

৪৪। ইজারা প্রদত্ত জলমহালগুলো ইজারা চুক্তির কোন শর্ত লংঘিত হচ্ছে কিনা সেজন্য বিদ্যমান মৎস্য আইনের আওতায় জেলা প্রশাসন/উপজেলা প্রশাসন ভ্রাম্যমান আদালত গঠন করে জলমহাল ইজারা চুক্তি ভঙ্গের কারণে ইজারাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪৫। বন্দোবস্ত গ্রহীতা সংশ্লিস্ট জলমহালের বছর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত তথ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অবগতির জন্য পেশ করবেন। তাছাড়া জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার সময়ে সময়ে জলমহালগুলোর ব্যবস্থাপনা সরেজমিন পরিদর্শন করবেন এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইন/বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে। তবে এক্ষেত্রে যুব মৎস্যজীবিদের (১৮-৩৫ বৎসর পর্যন্ত) নিবন্ধিত সমিতি অগ্রাধিকার পাবে।

৪৬। সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯ এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে আরোপিত যে কোন আদেশ নির্দেশ জলমহাল ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোয্য হবে এবং এ আদেশ ইজারাদার মানতে বাধ্য থাকিবেন।

৪৭। মাছ চলাচলের রাস্তায় কোন প্রকার বাধ দেয়া যাবে না। চলাচলের রাস্তায় বাধ দিয়ে মাছের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে জামানত/জমাকৃত টাকা সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্তসহ ইজারা বাতিল করা হবে এবং জলমহালটি পুনরায় ইজারা প্রদান করা হবে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
আটপাড়া, নেত্রকোণা।